ইমাম আবু আব্দুল্লাহ
মুহাম্মদ বিন ইসমাঈল বুখারী (র.)

صحيح بخاري

সহীহ্ বুখারী শরীফ

সব খণ্ড একত্রে

তাজরীদুস সহীহ্
পুনঃবর্ণনামুক্ত

সার সংকলন

ইমাম যায়নুদ্দীন আহমদ বিন আবদুল
লতীফ আযযুবাইদী (র.)

সূচিপত্র

হাদীস প্রসঙ্গে জরুরী জ্ঞাতব্য

- ওহীর সংজ্ঞা ৫৩
- হাদীসের সংজ্ঞা ৫৪
- সুন্নতের সংজ্ঞা ৪৪
- হাদীসের সমার্থবোধক কয়েকটি শব্দের পরিচয় ৪৫
- হাদীস শাস্ত্রে ব্যবহৃত কিছু পরিভাষা ৪৬
- হাদীসবিদগণের জন্য ব্যবহৃত পরিভাষা ৪৬
- হাদীসের শ্রেণী বিভাগ ৫৬
- হাদীস গ্রন্থের শ্রেণী বিভাগ ৫৬
- হাদীস গ্রন্থসমূহের স্তর ভাগ ৫৯
- বুখারী শরীফের হাদীসের সংখ্যা ৬০
- ইমাম বুখারী রহ. এর জীবনী ৬১
- হাদীস সংকলনের ক্রমধারা ৬৫

ওহী অধ্যায়

- রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি কিভাবে ওহীর সূচনা হয় ৭৩
- সম্রাট হেরাক্লিয়াসের ঘটনা ৭৮

ঈমান অধ্যায়

- ইসলামের ভিত্তি ৮৬
- ইসলামের শাখাসমূহ ৮৬
- প্রকৃত মুসলমান ৮৬
- ইসলামে সর্বাধিক উত্তম চরিত্র ৮৬
- লোকজনকে আহার করানোও ইসলামের কাজ ৮৭
- নিজের পছন্দনীয় বস্তু অপর ভাইয়ের জন্যও পছন্দ করা ঈমানের অঙ্গ ৮৭
- রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ভালবাসা ঈমানের একটি মহৎ অঙ্গ ৮৭
- ঈমানের স্বাদ ৮৮
- আনসারগণের প্রতি ভালবাসা পোষণ ঈমানের আলামত ৮৮
- ফেতনা-ফাসাদ থেকে দূরে থাকা দ্বীনের কাজ ৮৯
- রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উক্তি- আমি তোমাদের তুলনায় আল্লাহ সম্পর্কে অধিক জ্ঞানী, আর
- মারেফত হল আত্মিককর্ম ৮৯
- আমলের পরিপ্রেক্ষিতে মুমিনের নাজাত পাওয়া ৯০
- লজ্জা ঈমানের অঙ্গ ৯১
- বাহ্যত কেউ ইসলামের বিধান পালন করলে তাকে হত্যা করা হবে না ৯১
- সঠিক আমলই ঈমানের অন্তর্ভুক্ত ৯১
- প্রকৃতপক্ষে ইসলাম গ্রহণ না করলে মুসলমান হওয়া যায় না ৯২
- মহিলারা বেশি নাফরমানী করে আর স্বামীর অবাধ্যতাও এক প্রকার নাফরমানী ৯৩
- কাউকে গাল-মন্দ করা মারাত্মক গুনাহ ৯৩

সূচিপত্র

মুসলমানকে হত্যা বৈধ মনে করা কুফুরী কাজ ৯৪
শিরক হতে বড় কোন জুলুম হতে পারে না ৯৪
মুনাফেকের আলামত ৯৫
...দরের রাত ইবাদতে কাটানোও ঈমানের অঙ্গ ৯৬
...জ্জাদ ঈমানের অঙ্গ ৯৬
...ানের রাতে নফল ইবাদত করাও ঈমানের অঙ্গ ৯৬
...বের নিয়তে সিয়াম পালনও ঈমানের অঙ্গ ৯৭
...ান ইসলাম সহজ-সরল ধর্ম ৯৭
ঈমানের অন্যতম অঙ্গ ৯৭
...ন গ্রহণ; পূর্ববর্তী গুনাহের ক্ষমাকারী ৯৮
...আমল সর্বদা করা হয় তাই আল্লাহর কাছে সর্বাধিক প্রিয় ৯৮
...ঈমান বৃদ্ধি ও হ্রাস পায় ৯৯
যাকাত আদায় ইসলামের একটি অন্যতম অংশ ১০০
জানাযার সহযাত্রী হওয়াও ঈমানের অংশ ১০১
মুমিনের আমল তার অজ্ঞাতসারে নষ্ট হয়ে যায় কিনা এ শংকায় শংকিত থাকা উচিত ১০১
জিব্রাঈল (আ.) ও রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মধ্যে প্রশ্নোত্তর ১০২
স্বীয় দ্বীন প্রতিষ্ঠায় যিনি সচেষ্ট তার ফযীলত ১০৩
...নিমতের মাল থেকে এক পঞ্চমাংশ আদায় করা ঈমানের একটি অংশ ১০৪
...তিটি আমলই নিয়তের ওপর নির্ভরশীল ১০৫
...সুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী : দ্বীন হল কল্যাণকামিতার নাম ১০৬

...লম অধ্যায়

ইলমের ফযীলত ১০৭
উঁচু আওয়াজে জ্ঞানের কথা বলা ১০৭
পরীক্ষার জন্য ছাত্রকে শিক্ষকের প্রশ্ন করা ১০৮
মুহাদ্দিসের কাছে হাদীস পাঠ করা এবং মাসআলা বর্ণনা করা ১০৮
রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চিঠির সাথে বেয়াদবী যেন রাসুলের সাথে বেয়াদবী ১১০
রাসুল সা. এর বাণী : কখনও কখনও বার্তা প্রাপ্ত ব্যক্তি শ্রবণকারী থেকে অধিক স্মরণকারী হয় ১১১
উপদেশ ও শিক্ষাদানে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবায়ে কেরামের প্রতি লক্ষ্য রাখতেন যাতে তাদের মনোযোগে বিঘ্ন না ঘটে ১১২
আল্লাহ তাআলা যার মঙ্গলকামনা করেন তাকে দ্বীনি ইলমের বুৎপত্তি দান করেন ১১২
ইলমে দ্বীনে বোধশক্তি অর্জনের ফযীলত ১১২
ইলম ও হিকমতে গিবতা তথা ঈর্ষা পোষণ করা ১১৩
রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বাণী : হে আল্লাহ তাকে কিতাব শিক্ষা দাও ১১৩
অপ্রাপ্ত বয়স্কের থেকে হাদীস শ্রবণ কখন সঠিক হবে ১১৩
শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর ফযীলত ১১৪
ইলমে দ্বীন ওঠে যাওয়া এবং মূর্খতা ছড়িয়ে পড়ার ১১৫
ইলমের ফযীলত ১১৫
সওয়ারী বা অন্য কিছুর ওপর বসে ফতোয়ার দেয়া ১১৬
হাত বা মাথার ইশারায় ফতোয়ার জবাব দেয়া ১১৬

সূচিপত্র

জটিল মাসআলার সমাধান জানার জন্য সফর করা ১১৮
ইলম অর্জনের জন্য পালাক্রমে গমন করা ১১৮
উপদেশ ও শিক্ষাদানে মন্দ কিছু দেখে ক্রোধান্বিত হওয়া ১১৯
অনর্থক প্রশ্ন করা জায়েয নেই ১২১
কথা অনুধাবনের জন্য কমপক্ষে তিনবার পুনর্ব্যক্ত করা ১২১
পরিবারবর্গ ও কর্মে নিযুক্ত ব্যক্তিকেও ইলমে দ্বীন শিক্ষা দেয়া ১২১
নারীদেরকে উপদেশ ও দ্বীনি শিক্ষা প্রদান করা ১২২
হাদীস শিক্ষার প্রতি উৎসাহ ১২২
দ্বীনি শিক্ষা কখন উঠিয়ে নেয়া হবে ১২৩
নারীদের শিক্ষার জন্য কি ভিন্ন কোন দিন নির্ধারণ করা হবে ১২৩
কোন কথা বুঝার জন্য শ্রোতার পুনরায় জিজ্ঞেস করা ১২৪
অনুপস্থিতদেরকে ইলমে দ্বীন সম্পর্কে জ্ঞাত করা উপস্থিত ব্যক্তিদের কর্তব্য ১২৪
রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি মিথ্যারোপ করা জঘন্য পাপ ১২৫
ইলমে দ্বীন লিখিতরূপে সংরক্ষণ করা ১২৬
রাতে উপদেশ দান ও শিক্ষাদানের বিধান ১২৮
রাতে ইলমী বিষয়ে পর্যালোচনা ১২৮
ইলমে দ্বীন মুখস্থ করা ১২৯
উলামায়ে কেরামের সম্মানে সাধারণ লোকদের নীরব থাকা ১৩০
সর্বাধিক জ্ঞানী কে? এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে জ্ঞানী ব্যক্তির কি বলা উচিত?
(হযরত মূসা (আ.) ও খিযির (আ.) এর সুপ্রসিদ্ধ ঘটনা) ১৩০
উপবিষ্ট আলেমের সামনে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করা ১৩৪
আল্লাহর বাণী 'তোমাদেরকে খুব সামান্য জ্ঞানই দান করা হয়েছে' ১৩৪
এক সম্প্রদায় সক্ষম আরেক সম্প্রদায় বুঝতে অক্ষম এ ধারণায় ইলমে দ্বীনকে সীমাবদ্ধ করা বিপদজনক ১৩৫
ইলম শিক্ষায় লজ্জাবোধ করা (হযরত মুজাহিদ (র.) বলেন, অহংকারী ও লজ্জিত ব্যক্তি ইলম হাসিল করতে পারে না) ১৩৬
নিজে লজ্জার কারণে জিজ্ঞেস করতে না পারলে অন্যের মাধ্যমে জিজ্ঞেস করা ১৩৬
মসজিদে ইলমে দ্বীন সম্পর্কে আলোচনা করা ও ফাতাওয়া জিজ্ঞেস করা ১৩৭
এক প্রশ্নের উত্তরে একাধিক বিষয়ের উত্তর দেয়া ১৩৭

অযু অধ্যায়

পবিত্রতা ছাড়া নামায হবে না ১৩৮
অযুর ফযীলত ১৩৮
পূর্ণ বিশ্বাস না হলে শুধু সন্দেহের কারণে অযু করবে না ১৩৮
সংক্ষেপে অযু করা ১৩৯
অযুর অঙ্গগুলোকে পূর্ণাঙ্গরূপে ধৌত করা ১৩৯
এক অঞ্জলি পানি নিয়ে উভয় হাতে মুখমণ্ডল ধৌত কর ১৪০
বাথরুমে যাওয়ার সময় এই দুআ ১৪০
বাথরুমের সন্নিকটে পানি রাখা ১৪১
পেশাব-পায়খানার সময় কেবলামুখী হয়ে বসা নিষেধ ১৪১
ইটের পা দানির ওপর বসে মলমূত্র ত্যাগ করা ১৪১
প্রাকৃতিক প্রয়োজনে মহিলাদের জন্য ঘরের বাইরে বের হওয়া ১৪২

সূচিপত্র

ইস্তেঞ্জার সময় সঙ্গে পানি নিয়ে যাওয়া ১৪২
ইস্তেঞ্জায় যাওয়ার সময় পানি ও বর্শা বহন করা ১৪২
ডান হাতে ইস্তেঞ্জা করা নিষেধ ১৪৩
পাথর দ্বারা ইস্তেঞ্জা করা ১৪৩
গোবর দ্বারা ইস্তেঞ্জা করা যাবে না ১৪৩
একবার করে অযুর অঙ্গগুলো ধৌত করা ১৪৪
দু'বার করে অযুর অঙ্গগুলো ধৌত করা ১৪৪
তিনবার করে অযুর অঙ্গ ধৌত করা ১৪৪
অযুতে নাক ঝাড়া ১৪৫
বিজোড় সংখ্যায় ঢিলা ব্যবহার করা ১৪৫
জুতো পরিহিত পা ধৌত করবে, মাসেহ করবে না ১৪৫
অযু এবং গোসলে ডান দিক থেকে ধৌত কর্ম শুরু করা সুন্নত ১৪৬
নামাযের ওয়াক্ত হলেই অযুর পানি তালাশ করা ১৪৭
যে পানিতে কারও চুল ধোয়া হয়েছে তার হুকুম ১৪৭
কুকুর কোন পাত্রের পানি পান করলে ১৪৮
সম্মুখ ও পায়ু পথ দিয়ে কোন কিছু বের হলেই অযু ভেঙ্গে যায় ১৪৮
অন্যকে অযু করিয়ে দেয়ার হুকুম ১৪৯
অযুবিহীন অবস্থায় কুরআন পাঠ ১৫০
পূর্ণ মাথা মাসেহ করা ১৫১
অযুর অবশিষ্ট পানি ব্যবহার করা ১৫১
নিজের স্ত্রীর সঙ্গে অযু করা ও তার অবশিষ্ট পানিতে অযু করা যাবে ১৫২
জ্ঞানহারা ব্যক্তির ওপর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অযুর অবশিষ্ট পানি ঢেলে দেয়া ১৫২
পাথর, কাঠ বা পিতলের পাত্রে অযু করা ১৫৩
রেকাবির পানিতে অযু করা ১৫৪
এক মুদ বা প্রায় একসের পানিতে অযু করা ১৫৫
মোযার ওপর মাসেহ করা ১৫৫
পবিত্র অবস্থায় মোজা পরিধান করা ১৫৫
খাশীর গোশত ও ছাতু খেলে অযু ভঙ্গ হয় না ১৫৬
ছাতু ইত্যাদি খেলে শুধু কুলি করলেই চলবে ১৫৬
দুধ পান করে কি কুলি করতে হবে ১৫৬
নিদ্রায় অযু ভেঙ্গে যায়, তন্দ্রায় অযু ভাঙ্গে না ১৫৭
অযু নষ্ট না হলেও অযু করা ১৫৭
প্রস্রাবের ছিটে ফোটা থেকে সতর্কতা অবলম্বন না করা কবীরা গুনাহ ১৫৭
প্রস্রাব ধৌত করা ১৫৮
প্রস্রাবের সময় বাঁধা না দেয়া প্রসঙ্গে ১৫৮
দুগ্ধপোষ্য শিশুর প্রস্রাবের হুকুম ১৫৮
দাঁড়িয়ে ও বসে প্রস্রাব করা ১৫৯
কাউকে পাশে রেখে দেয়ালের আড়ালে প্রস্রাব করা ১৫৯
ঋতুস্রাবের রক্ত ধৌত করা ১৬০
বীর্য ধুয়ে ফেলা এবং ঘষে তুলে ফেলা ১৬০

সূচিপত্র

চতুষ্পদ জন্তুর প্রস্রাব ও আস্তাবলের হুকুম ১৬১
নাপাকী পরা পানি ও ঘিয়ের হুকুম ১৬২
বদ্ধ পানিতে প্রস্রাব করা ১৬২
নামাযীর পিঠের ওপর আবর্জনা বা মৃতের নাড়ী-ভুড়ি ফেলে দিলে নামায নষ্ট হবে না ১৬২
কাপড়ে থুথু ইত্যাদি লাগলে কাপড় নাপাক হয় না ১৬৪
যে কোন মহিলা প্রয়োজনে তার পিতার মুখের রক্ত ধুয়ে দিতে পারে ১৬৪
মিসওয়াকের বর্ণনা ১৬৫
বয়োজ্যেষ্ঠকে মিসওয়াক প্রদান করা ১৬৫
অযু অবস্থায় ঘুমানোর ফযীলত ১৬৫

গোসল অধ্যায়

গোসলের পূর্বে অযু করা ১৬৭
স্বামী-স্ত্রী একত্রে গোসল করা ১৬৭
এক সা' (সাড়ে তিন সের) বা এই পরিমাণ পানিতে গোসল করা ১৬৮
গোসলের সময় মাথায় তিনবার পানি ঢালা ১৬৮
দুধের পাত্রে বা সুগন্ধি পাত্রে পানি নিয়ে গোসল শুরু করা ১৬৯
একাধিকবার মিলিত হওয়া এবং এক গোসলে সকল স্ত্রীর সাথে মিলিত হওয়া ১৬৯
গোসলের পরও খোশবুর সুঘ্রাণ অবশিষ্ট থাকলে ১৬৯
মাথার নিম্নাংশ ভিজে যায় এমনভাবে গোসলের সময় চুল খেলাল করা ১৭০
মসজিদে থাকাকালে নিজের অপবিত্রতার কথা মনে হলে তৎক্ষণাৎ মসজিদ ত্যাগ করা ১৭০
নির্জনে উলঙ্গ হয়ে গোসল বৈধ হলেও তা না করাই উত্তম ১৭০
মানুষের সামনে গোসলের সময় পর্দা করা ১৭১
মুমিন অপবিত্র থাকে না-সুতরাং অপবিত্র ব্যক্তির ঘামের হুকুম কি ১৭২
অপবিত্র ব্যক্তির নিদ্রা ১৭২
দুই যৌনাঙ্গ মিলিত হলে কি করতে হবে ১৭২

হায়েয বা ঋতুস্রাব অধ্যায়

মহিলাদের হায়েয বা ঋতুস্রাব শুরু হলে তার হুকুম ১৭৩
ঋতুবতী মহিলার জন্য স্বামীর মাথা ধুয়ে দেয়া ও চুল আচড়িয়ে দেয়া ১৭৩
ঋতুবতী স্ত্রীর কোলে মাথা রেখে কুরআন তেলাওয়াত করা ১৭৪
নেফাসকে হায়েয বলা যাবে ১৭৪
ঋতুবতী মহিলার সঙ্গে পারস্পরিক স্পর্শ ১৭৪
ঋতুবতী নারীর রোযা তরক করা ১৭৫
ইস্তিহাযা তথা রক্তপ্রদর ব্যাধিগ্রস্ত নারীর ই'তিকাফ করা ১৭৬
ঋতুস্রাবের পর গোসলে সুগন্ধী ব্যবহার করা ১৭৬
ঋতুস্রাবের পর পবিত্রতার গোসলের সময় নিজ শরীর মর্দন করা ১৭৬
ঋতুস্রাবের গোসলের সময় চুলে চিরুনী করা ১৭৭
ঋতুস্রাবের গোসলের সময় চুলের বেনী খুলে ফেলা ১৭৮
ঋতুবতীদের নামায কাযা পড়তে হবে না ১৭৮
ঋতুস্রাবের কাপড় পরিহিত অবস্থায় ঋতুবতীর সাথে ঘুমানো ১৭৯
ঋতুবতীদের ঈদগাহে উপস্থিত হওয়া ১৭৯
ঋতুস্রাবের সময় ছাড়া অন্য সময়ে হলুদ ও মেটে বর্ণের কিছু দেখা গেলে তার হুকুম কি ১৮১

সূচিপত্র

তাওয়াফে ইফাযা বা যিয়ারতের পর ঋতুবতী হওয়া ১৮১
নেফাসবতী মৃত মহিলাদের জানাযার নামায পড়ার সুন্নত পদ্ধতি ১৮১
পরিশিষ্ট অনুচ্ছেদ ১৮১

তায়াম্মুম অধ্যায়

স্বীয় এলাকায় পানি না পাওয়া গেলে এবং নামায ছুটে যাওয়ার আশংকা থাকলে ১৮৫
তায়াম্মুমের পর মাটিতে হাত মেরে তাতে ফুঁক দেয়া যাবে কিনা ১৮৫
মুসলমানদের জন্য পবিত্র মাটি অযুর পানির মতই ব্যবহার যোগ্য ১৮৬

নামায অধ্যায়

মেরাজ রজনীতে কিভাবে নামায ফরয হয় ১৯০
শরীরে এক কাপড় জড়িয়ে নামায পড়া ১৯৩
এক কাপড়ে নামায পড়লে তার এক অংশ কাঁধের ওপর জড়িয়ে রাখতে হবে ১৯৪
কাপড় সংকীর্ণ হলে করণীয় কি ১৯৫
শামী জুব্বা পড়ে নামায পড়া (হাসান বসরী (র.) বলেন, অগ্নি পূজারীদের তৈরী কাপড়ে নামায পড়াতে কোন অসুবিধা নেই ১৯৫
নামায এবং নামাযের বাইরে বিবস্ত্র হওয়া মাকরূহ ১৯৬
সতর যতটুকু আবৃত করা ওয়াজিব ১৯৬
উরু গুপ্তাঙ্গ বিষয়ক বর্ণনা ১৯৭
কয়টি কাপড়ে মহিলারা নামায পড়বে ১৯৯
কারুকার্য খচিত কাপড়ে নামাযরত অবস্থায় এর প্রতি দৃষ্টি দিয়ে তার হুকুম ২০০
ক্রুশ বা অন্য কোন ছবিযুক্ত কাপড়ে নামায পড়লে কি নামায বিনষ্ট হয়ে যাবে? এবং এর নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কিত বর্ণনা ২০০
রেশমী জুব্বা গায়ে নামায পড়া তারপর তা খুলে ফেলা ২০১
লাল কাপড়ে নামায পড়া ২০১
ছাদ, মিম্বর ও কাঠের ওপর নামায আদায়ের হুকুম ২০২
চাটাইয়ের ওপর নামায পড়া ২০৩
ফরাশ বিছিয়ে নামায পড়া ২০৩
প্রচণ্ড রৌদ্র উত্তাপের কারণে কাপড়ের প্রান্ত দেশে সেজদা করা ২০৪
জুতা পায়ে নামায পড়া ২০৪
মোযা পরিধান করে নামায পড়া ২০৪
সেজদার সময় নামাযী তার বাজুদ্বয় ও বগল পৃথক রাখবে ২০৫

কেবলামুখী হওয়া

কেবলামুখী হওয়ার বর্ণনা। পায়ের আঙ্গুলগুলোও কেবলামুখী করে রাখতে হবে ২০৬
আল্লাহর বাণী 'তোমরা মাকামে ইবরাহীমকে মুসল্লা হিসাবে অবলম্বন কর' ২০৬
অবস্থান যেখানেই হোক না কেন কেবলার দিকে মুখ করতে হবে ২০৭
কেবলা সম্পর্কিত বর্ণনা (কেবলা ছাড়া অন্য দিকে মুখ করে ভুল করে নামায পড়লে নামায পুনরায় পড়তে হবে না) ২০৯
থুথু ইত্যাদি মসজিদ থেকে হাত দ্বারা পরিষ্কার করা ২১০
পূর্ণাঙ্গভাবে নামায আদায়ের জন্য মুসল্লীদেরকে ইমামের নসীহত করা ও কেবলা সম্পর্কে বর্ণনা ২১১
অমুকের মসজিদ এ কথা বলা কি বৈধ ২১১
মসজিদে কোন কিছু বণ্টন করা এবং খেজুরের ছড়া ঝুলানো প্রসঙ্গে ২১১
ঘরে মসজিদ তৈরী করা ২১৩

সূচিপত্র

জাহেলী যুগের মুশরিকদের কবর উৎখাত করে সেখানে মসজিদ নির্মাণ কি বৈধ ২১৫
উটের আস্তাবলে নামায আদায় ২১৭
অল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে নামায পড়ার সময় কারো সামনে আগুন, চুলা বা অন্য ধর্মের পূজনীয় কিছু থাকলে এর হুকুম কি? ২১৭
কবরস্থানে নামায পড়া মাকরূহ ২১৭
শিরোনাম বিহীন অনুচ্ছেদ (নবী (আ.) গণের কবরে মসজিদ নির্মাণ নিষিদ্ধ) ২১৭
মহিলাদের মসজিদে নিদ্রা যাপন ২১৮
মসজিদে পুরুষদের নিদ্রা যাপন ২১৯
মসজিদে প্রবেশ করে বসার পূর্বেই দু'রাকআত নামায পড়া উচিত ২২০
মসজিদে নববীর তৈরী প্রসঙ্গে ২২০
মসজিদ নির্মাণে পারস্পারিক সহায়তা প্রদান ২২১
মসজিদ নির্মাণকারীর ফযীলত ২২১
তীর নিয়ে মসজিদে গমন করলে তীরের ফলা যেন হাতে ধরে রাখে ২২২
মসজিদ দিয়ে যাতায়াত করার হুকুম ২২২
মসজিদে কবিতা আবৃত্তি করা ২২২
যুদ্ধাস্ত্র নিয়ে যোদ্ধাদের মসজিদে যাতায়াত করা ২২৩
মসজিদে লেনদেন করা এবং ঋণ গ্রহীতাকে তাগাদা দেয়া ২২৩
মসজিদে ঝাড়ু দেয়া ও কাঠের টুকরোসহ অন্যান্য জিনিস তুলে ফেলা ২২৩
মসজিদে মদের ব্যবসা হারাম প্রসঙ্গে ২২৪
বন্দী ও ঋণগ্রস্তকে মসজিদে বেঁধে রাখা ২২৪
অসুস্থ ও আনন্দের জন্য মসজিদে তাঁবু স্থাপন করা ২২৫
রুগ্নতার কারণে মসজিদে উট প্রবেশ করানো ২২৫
শিরোনাম বিহীন অনুচ্ছেদ (অন্ধকার রাতে মসজিদে গমন করা) ২২৬
মসজিদে জানালা ও চলাচলের পথের ব্যবস্থা করা ২২৬
কাবা শরীফ ও মসজিদসমূহে দরজার ব্যবস্থা করা এবং তা বন্ধ করা প্রসঙ্গে ২২৮
বৃত্তাকারে মসজিদে বসা ২২৮
মসজিদে চিত হয়ে শোয়া ২২৯
বাজারের মসজিদে নামায পড়া ২২৯
মসজিদ বা অন্য কোথাও আঙ্গুলে আঙ্গুলে পাঞ্জা কষা ২৩০
মক্কা থেকে মদীনার পথের মসজিদসমূহ এবং রাসুল সা-এর নামায আদায়ের স্থানসমূহ ২৩১
ইমামের সুতরাই (আড়াল) মুক্তাদীরও সুতরা ২৩৬
নামাযী ও সুতরার মধ্যে যতটুকু ব্যবধান হওয়া উচিত ২৩৬
'আনাযার' (ছোট লাঠি) দিকে মুখ করে নামায পড়া ২৩৬
স্তম্ভ অভিমুখে নামায পড়া ২৩৭
বিনা জামা'আতে এক স্তম্ভের মাঝখানে নামায পড়া ২৩৭
সওয়ারী, উটনী বৃক্ষ এবং হাওদার দিকে ফিরে নামায পড়া ২৩৮
খাট বা চৌকির দিকে ফিরে নামায পড়া ২৩৮
নামাযীর সম্মুখ দিয়ে কেউ যেতে চাইলে তাকে বাঁধা দেয়া উচিত ২৩৮
নামাযীর সামনে দিয়ে অতিক্রমকারীর শক্ত পাপ হবে ২৩৯
ঘুমন্ত ব্যক্তির পেছনে নামায পড়া ২৪০

সূচিপত্র

নামাযে শিশু কন্যাকে ঘাড়ে বহন করা ২৪০
নামাযীর ওপর থেকে কোন নারীর অপবিত্রতা দূর করা ২৪০

অধ্যায় : নামাযের ওয়াক্তসমূহ

নামাযের সময় ও ফযীলত ২৪২
নামায গুনাহের কাফফারা তথা ক্ষতিপূরণ ২৪৩
সঠিক সময়ে নামায আদায়ের ফযীলত ২৪৪
পাঁচ ওয়াক্ত নামায সঠিক সময়ে আদায় করা গুনাহের কাফফারা ২৪৫
নামাযী তার প্রভুর সাথে সংগোপনে কথা বলে ২৪৫
প্রচণ্ড গরমে যোহরের নামায কিছুটা ঠাণ্ডায় পড়া ২৪৬
সফরকালে উত্তাপ শীতল হলে যোহর পড়া ২৪৬
সূর্য ঢলে পড়ার পর যোহরের ওয়াক্ত শুরু হয় ২৪৭
আসরের ওয়াক্তের আগ পর্যন্ত যোহরের নামায বিলম্ব করা ২৪৮
আসরের ওয়াক্ত ২৪৯
আসরের নামায ছুটে যাওয়ার গুনাহ ২৫০
আসরের নামায বর্জনকারীর গুনাহ ২৫০
আসরের নামাযের ফযীলত ২৫১
সূর্যাস্তের পূর্বে কেউ আসরের এক রাকাআত পেলে তার হুকুম ২৫২
মাগরিব নামাযের ওয়াক্ত ২৫৩
মাগরিবকে এশা বলা পছন্দনীয় নয় ২৫৪
এশা এবং 'আতামা' ২৫৪
এশার নামাযের ফযীলত ২৫৫
ভীষণ ঘুমের মুহূর্তে এশার পূর্বে ঘুমানো ২৫৫
মধ্যরাত পর্যন্ত এশার ওয়াক্ত ২৫৭
ফজরের নামাযের ফযীলত ২৫৭
ফজরের ওয়াক্ত ২৫৭
ফজরের পর সূর্যোদয়ের পূর্বে নামায ২৫৮
সূর্যাস্তের পূর্বক্ষণে নামাযের ইচ্ছা করবে না ২৫৮
আসরের পর কাযা বা এধরনের নামায পড়া ২৫৯
ওয়াক্ত অতিক্রান্ত হওয়ার পর আযান দেয়া ২৬০
ওয়াক্ত অতিক্রান্ত হওয়ার পর লোকজনকে নিয়ে নামায আদায় করা ২৬১
নামায আদায় করতে ভুলে গেলে স্মরণ হলেই আদায় করে নেবে ২৬১
এশার পর জ্ঞান চর্চা করা ২৬১
এশার পর পরিবার-পরিজন ও মেহমানের সাথে কথা বলা ২৬২

আযান অধ্যায়

আযানের সূচনা ২৬৫
আযানের ফযীলত ২৬৫
উচ্চস্বরে আযান দেয়া ২৬৬

সূচিপত্র

আযান শোনার পর রক্তপাত বন্ধ করা ২৬৬
মুআযযিনের আযানের শব্দ শুনলে কি বলবে ২৬৬
আযান পরবর্তী দু'আ ২৬৭
আযান দেয়ার ব্যাপারে লটারী করা ২৬৭
ফজরের সময় হওয়ার পর আযান দেয়া ২৬৮
ফজরের সময় হওয়ার পূর্বে আযান দেয়া ২৬৮
আযান ও ইকামতের মাঝখানে কেউ চাইলে নামায পড়তে পারে ২৬৯
সফরে একজনই আযান দিবে ২৬৯
মুসাফিরদের জামাআতে নামাযের জন্য আযান ও ইকামত দেয়া ২৭০
'আমাদের নামায ছুটে গেছে' এমন কথা বলার বিধান ২৭০
ইকামতের সময় মুসল্লীগণ ইমামকে দেখে কখন দাঁড়াবে ২৭০
ইকামতের পর ইমামের কোন প্রয়োজন দেখা দিলে তার বিধান ২৭১
জামাআতে নামায পড়া ২৭১
জামাআতে নামায আদায়ের ফযীলত ২৭১
ফজর নামায জামাআতে আদায়ের ফযীলত ২৭১
প্রথম ওয়াক্তে যোহরের নামাযের ফযীলত ২৭২
মসজিদে গমনে সওয়াবের আশা পোষণ করা ২৭৩
জামাআতে এশার নামায আদায়ের ফযীলত ২৭৩
নামাযের প্রতীক্ষারত ব্যক্তির ফযীলত ২৭৩
সকাল-সন্ধ্যায় মসজিদে গমনাগমনের ফযীলত ২৭৪
ইকামতের পর ফরয ছাড়া অন্য কোন নামায পড়া যাবে না ২৭৪
কতটুকু রোগাক্রান্ত হলে জামাআতে শরীক হওয়া উচিত ২৭৪
উপস্থিতদেরকে নিয়েই কি ইমাম নামায আদায় করবে এবং বৃষ্টির দিন খুতবা দিবে? ২৭৬
খাবার উপস্থিত হওয়ার পর ইকামত হলে ২৭৭
গৃহকর্মে ব্যস্ত থাকাকালে ইকামত হলে নামাযে শামিল হওয়া ২৭৭
রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নামাযের পদ্ধতি ও সুন্নত শিক্ষা দেয়ার উদ্দেশ্যে লোকজনকে নিয়ে নামায পড়া ২৭৭
অভিজ্ঞ ও মর্যাদাবানই ইমামের অধিক উপযুক্ত ২৭৮
ইমামতির জন্য কেউ অগ্রসর হলে নির্ধারিত ইমাম এসে গেলে এর বিধান কি ২৭৯
অনুসরণের জন্যই ইমাম নিয়োগ করা হয় ২৮০
মুক্তাদীরা সেজদায় যাবে কখন ২৮১
ইমামের পূর্বে মাথা উঠানো মহা পাপ ২৮২
ক্রীতদাস, আযাদকৃত দাস ও নাবালেগের ইমামতি ২৮২
ইমাম নামায অপূর্ণাঙ্গভাবে আদায় করলে এবং মুক্তাদী নামায পূর্ণ করলে ২৮২
দু'জন এক সঙ্গে নামায পড়লে মুক্তাদী ইমামের ডান পাশে কাঁধ বরাবর দাঁড়াবে ২৮৩
ইমাম নামায দীর্ঘ করলে কোন প্রয়োজনে কেউ জামাআত ছাড়া একাকী নামায পড়লে ২৮৩
কিয়াম সংক্ষিপ্ত করে রুকু ও সেজদা পূর্ণরূপে আদায় করা ইমামের কর্তব্য ২৮৪
নামায সংক্ষেপে পূর্ণাঙ্গরূপে আদায় করা ২৮৪
শিশুর কান্নাকাটিতে নামায সংক্ষিপ্ত করা ২৮৪

সূচিপত্র

ইকামতের সময় কাতার সোজা করা ২৮৫
কাতার সোজা করার সময় মুক্তাদীর দিকে ইমামের ফিরে তাকানো ২৮৫
ইমাম ও মুক্তাদীর মাঝখানে দেয়াল বা সুতরা থাকলে এর বিধান ২৮৫
রাতের নামায ২৮৬
নামাযের শুরুতে প্রথম তাকবীরের সঙ্গে সঙ্গে উভয় হাত সমভাবে উঠানো ২৮৬
নামাযে ডান হাত বাম হাতের ওপর রাখা ২৮৬
তাকবীরে তাহরীমার পর কি পাঠ করবে ২৮৬
অনুচ্ছেদ ২৮৭
ইমামের দিকে নামাযে তাকানো ২৮৮
নামাযে আকাশ পানে চোখ তুলে তাকানো ২৮৮
নামাযে আশপাশে তাকানো ২৮৮
সকল নামাযেই ইমাম ও মুক্তাদীর কেরাত পাঠ করা জরুরী ২৮৮
যোহরের নামাযে কেরাত ২৯১
মাগরিব নামাযের কেরাত ২৯২
মাগরিব নামাযে উচ্চস্বরে কেরাত পড়া ২৯২
এশার নামাযে সিজদার আয়াত পাঠ করা ২৯২
এশার নামাযের কেরাত ২৯৩
ফজরের নামাযে কেরাত ২৯৩
ফজরের নামাযে উচ্চঃস্বরে কেরাত পড়া ২৯৩
নামাযের এক রাকআতে দুই সূরা পাঠ করা ২৯৫
শেষ দু'রাকআতে সূরা ফাতিহা পাঠ করা ২৯৫
আমীন বলার ফযীলত ২৯৬
কাতারে শরীক হওয়ার পূর্বেই রুকূতে চলে যাওয়া ২৯৬
রুকূর তাকবীর পূর্ণাঙ্গ উচ্চারণ করা ২৯৬
সিজদা থেকে দাঁড়ানোর সময় তাকবীর ২৯৭
রুকূ'তে হাঁটুর ওপর হাত রাখা ২৯৭
রুকূতে পিঠ সমান্তরাল রাখা ২৯৭
রুকূতে দু'আ পাঠ ২৯৮
'আলাহুম্মা রাব্বানা লাকাল হামদু' এর ফযীলত ২৯৮
অনুচ্ছেদ ২৯৮
রুকূ থেকে উঠে স্থিরচিত্তে দাঁড়ানো ২৯৯
সিজদার তাকবীর বলার সময় ঝুকে পড়া ২৯৯
সিজদার ফযীলত ৩০০
সপ্ত অঙ্গ দ্বারা সিজদা করা ৩০৪
দু'সিজদার মধ্যবর্তী সময়ে অপেক্ষা করা ৩০৪
সিজদায় দু'বাহু বিছিয়ে না দেয়া ৩০৪
বেজোড় রাকাআতগুলোতে সিজদা থেকে উঠে বসার পর দাঁড়ানো ৩০৫
উভয় সিজদার পর উঠার সময় তাকবীর বলা ৩০৫
তাশাহহুদের সময় বসার নিয়ম ৩০৫
যারা বলেন "নামাযের প্রথম তাশাহহুদ ওয়াজিব নয়" ৩০৬

সূচিপত্র

শেষ বৈঠকে তাশাহহুদ পাঠ করা ৩০৭
সালামের পূর্বে দুআ করা ৩০৮
তাশাহহুদের পর কি দু'আ ৩০৯
সালাম ফেরানোর বর্ণনা ৩০৯
ইমাম সালাম ফেরানোর সময় মুক্তাদীরাও সালাম ফেরাবে ৩০৯
নামাযের পর যিকির করা ৩১১
সালামের পর ইমাম মুক্তাদীদের সামনে ঘুরে বসবে ৩১১
নামাযের পর কোন প্রয়োজনে লোকদেরকে ডিঙ্গিয়ে যাওয়া ৩১২
নামায শেষে ডান ও বাম দিকে মুখ ফেরানো ৩১২
নামাযে রসুন, পিয়াজ ও দুর্গন্ধযুক্ত তরকারীর হুকুম ৩১৩
শিশুদের অযু করা ৩১৪
রাতে ও অন্ধকারে মহিলাদের মসজিদে গমন ৩১৪

জুমু'আ অধ্যায় ৩১৫
জুমুআর নামায ফরয হওয়ার বর্ণনা ৩১৫
জুমুআর ফযীলত ৩১৬
জুমুআ উপলক্ষ্যে তেল ব্যবহার ৩১৬
যথাসাধ্য উত্তম কাপড় পরিধান করা ৩১৭
জুমুআর দিন মিসওয়াক করা ৩১৮
জুমুআর দিন ফজরের নামাযের কেরাত ৩১৮
শহর ও গ্রামে জুমুআর নামায ৩১৯
যাদের ওপর জুমুআ ওয়াজিব নয় তাদের জন্য গোসল করা সুন্নত ৩১৯
কতদূর থেকে জুমুআয় আসবে এবং কার ওপর তা ওয়াজিব ৩২০
জুমুআর ওয়াক্ত ৩২০
জুমুআর দিন সূর্য-তাপ প্রখর হয়ে উঠলে ৩২০
জুমুআর উদ্দেশ্যে পদব্রজে গমন করা ৩২০
এই দিন কেউ যেন তার ভাইকে উঠিয়ে দিয়ে তার স্থানে না বসে ৩২১
জুমুআর দিনের আযান ৩২১
জুমুআর দিনে এক মুআযযিনের আযান প্রদান ৩২১
জুমুআর দিন ইমাম মিম্বরের ওপর বসে আযানের জবাব দেবেন ৩২২
মিম্বরের ওপর খুতবা প্রদান ৩২২
দাঁড়িয়ে খুতবা দেয়া ৩২৩
খুতবায় আল্লাহর প্রশংসার পর 'আম্মা বা'দ বলা ৩২৪
খুতবা চলাকালে ইমাম কাউকে আসতে দেখলে তাকে দু'রাকআত নামাযের নির্দেশ দেবে ৩২৫
জুমু'আর খুতবায় বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা ৩২৬
ইমাম খুতবা প্রদানকালে অন্যকে চুপ করানোর বিধান ৩২৬
জুমুআর দিনের একটি মুহূর্ত ৩২৭
জুমু'আর নামাযে কিছু লোক ইমামের নিকট থেকে চলে গেলে ৩২৭
জুমু'আর পূর্বের ও পরের নামায ৩২৭

ভয়কালীন নামাযের অধ্যায়
ভয়কালীন নামাযের বর্ণনা ৩২৮

সূচিপত্র

আরোহী অবস্থায় ভয়কালীন নামায ৩২৮
শত্রুকে ধাওয়াকারী ও শত্রু কর্তৃক তাড়িত হলে আরোহী ও ইশারায় নামায আদায় ৩২৯

উভয় ঈদের অধ্যায়

ঈদের দিন বর্ষা ও ঢাল নিয়ে খেলা ৩৩০
ঈদুল ফিতরে ঘর থেকে বের হওয়ার পূর্বে আহার করা ৩৩১
কুরবানীর দিন আহার গ্রহণ ৩৩১
ঈদগাহের উদ্দেশ্যে গমন ৩৩২
পায়ে হেটে বা সওয়ারীতে করে ঈদের জামাআতে গমন এবং খুতবার পূর্বে নামায ৩৩৩
নামাযের পর ঈদের খুতবা প্রদান ৩৩৪
তাশরীকের দিনগুলোতে আমলের ফযীলত ৩৩৩
মিনার দিনে এবং সকালে আরাফায় যাওয়ার সময় তাকবীর বলা ৩৩৪
কুরবানীর দিন ঈদগাহে কুরবানী করা ৩৩৪
ঈদগাহ থেকে ফেরার সময় যে ভিন্ন পথে ফেরে ৩৩৪

বিতির নামাযের অধ্যায়

বিতির সংক্রান্ত বর্ণনা ৩৩৫
বিতিরের সময় ৩৩৫
রাতের সকল নামায শেষে বিতির পড়া উচিত ৩৩৬
সওয়ারী জন্তুর ওপর বিতির ৩৩৬
রুকূর পূর্বে ও পরে কুনূত পাঠ করা ৩৩৬

বৃষ্টির প্রার্থনা অধ্যায়

বৃষ্টির প্রার্থনার জন্য রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বহিরাগমন ৩৩৮
রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দু'আ ৩৩৮
অনাবৃষ্টির সময় ইমামের কাছে বৃষ্টির জন্য প্রার্থনার আবেদন ৩৪০
জামে মসজিদে বৃষ্টির প্রার্থনা ৩৪০
জুমু'আর খুতবায় কেবলামুখী না হয়ে বৃষ্টির প্রার্থনা করা ৩৪১
রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানুষের দিকে কিভাবে পিঠ ফেরালেন ৩৪২
বৃষ্টি প্রার্থনায় ইমামের হাত উঠানো ৩৪২
বৃষ্টি বর্ষণের সময় কি বলতে হবে ৩৪২
যখন প্রবল বেগে বায়ু প্রবাহিত হয় ৩৪২
তাঁর উক্তি : পূবালী হাওয়ায় আমাকে সাহায্য করা হয়েছে ৩৪২
ভূমিকম্প ও কেয়ামতের লক্ষণ সম্পর্কে ৩৪৩
কখন বৃষ্টি হবে তা আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না ৩৪৩

সূর্যগ্রহণ অধ্যায়

সূর্যগ্রহণের নামায ৩৪৪
সূর্য গ্রহণের সময় সদকা করা ৩৪৫
আসসালাতু জামিআ বলে সূর্যগ্রহণের নামাযের জন্য আহ্বান ৩৪৬
সূর্যগ্রহণের সময় কবরের আযাব থেকে আশ্রয় প্রার্থনা ৩৪৬
সূর্যগ্রহণের সময় জামাআতে নামায ৩৪৬
সূর্যগ্রহণের সময় গোলাম আযাদ করা পছন্দনীয় ৩৪৭

হাদীস প্রসংগে জরুরী জ্ঞাতব্য

ইসলাম কেয়ামতব্যাপী মানবজাতির জন্য প্রতিষ্ঠিত এক জীবনব্যবস্থা। ইসলামের পর আর কোন দ্বীন-শরীয়ত বা জীবনব্যবস্থা কখনো অস্তিত্বমান হবে না এবং তা হওয়ারও নয়। কারণ, দ্বীন বা ধর্ম অস্তিত্বমান হওয়ার যে প্রধান অবলম্বন নবুওয়াত, তার ধারা শেষ হয়ে গেছে এবং শেষ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-ও চৌদ্দশতক পূর্বে এসে গেছেন। তাই খাতামুন্নাবিয়্যীন হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আনীত দ্বীনই সর্বশেষ দ্বীন, তাঁর আনীত শরীয়ত-জীবনব্যবস্থাই সর্বশেষ শরীয়ত এবং তাঁর এই শরীয়তের বাণী ধারণকৃত কিতাবই সর্বশেষ কিতাব। আর এই কিতাবই হলো মহাগ্রন্থ 'আল-কুরআন'।

ইসলামের সর্ব প্রধান ভিত্তি হলো এই কুরআন। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীস হলো কুরআনের নিরীক্ষিত বিশ্লেষণ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পবিত্র কুরআনের প্রতিটি বিধান পুংখানুপুঙ্খ বাস্তবায়ন করতে যেয়ে তাঁর ব্যক্তি জীবনে, সমাজ জীবনে, পারিবারিক জীবনে, আন্তর্জাতিক জীবনে, রাষ্ট্রীয় জীবনে এবং জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তিনি উম্মতের সামনে যে আমলী চিত্র তুলে ধরেছেন, যে কর্মপদ্ধতি নির্দেশ করেছেন, যে পথ ও মতে সাহাবায়ে কেরামকে চালিত করেছেন, তাই তাঁর হাদীস-সুন্নাতে নববী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। কুরআনের বর্ণনা যেখানে সংক্ষিপ্ত হাদীসের বর্ণনা সেখানে সবিস্তারিত, বিধান বর্ণনায় কুরআন যেখানে শুধু মূলনীতিই প্রকাশ করেছে, হাদীসের বর্ণনা সেখানে মূলনীতি কার্যকর করণের পদ্ধতিগত বিশ্লেষণ নির্দেশ করেছে। যেখানে কুরআনের বর্ণনা সর্বসাধারণের জন্য অবোধগম্য হাদীসের বর্ণনা সেখানে সকলের জন্য বোধগম্যের জন্যই অবধারিত। কোন বিষয়ে কুরআন যেখানে কেবল ইংগিত বা উপমা-উৎপ্রেক্ষা বর্ণনাই যথেষ্ট মনে করেছে, হাদীসের বর্ণনা সেই ইংগিত উৎপেক্ষাকে সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত করে বাস্তবে তার প্রয়োগিক নির্দেশনা দিয়েছে। মোটকথা, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীসই পবিত্র কুরআনের ব্যবহারিক ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ পূর্ণাঙ্গরূপে উদ্ধার করেছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সমগ্র জীবনটাই কুরআন কেন্দ্রিক। কুরআনের প্রতিটা হরফের বিশ্লেষিত রূপেই তাঁর সমগ্র জীবন বিন্যাসিত হয়েছে। সুতরাং কুরআন বুঝতে হলে, আহকামে কুরআনের প্রতি আমল করতে হলে সর্বোপরি শরীয়তের কোন বিধানের স্মরণাপন্ন হলে অনিবার্যরূপেই হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর স্মরণাপন্ন হতে হবে এবং কুরআনের মতো হাদীসের প্রতিও সর্বোচ্চ আনুগত্য প্রদর্শন করতে হবে।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ

"হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করো এবং রাসুলের আনুগত্য করো, আর তোমাদের আমলসমূহ বিনষ্ট করো না।"–*সূরা মুহাম্মদ : ৩৩*

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا

"তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করো এবং রাসুলের আনুগত্য করো এবং সতর্ক হও"।–*সূরা মায়িদা : ৯২*

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا

"তোমাদেরকে রাসুল (বিধানরূপে) যা দান করেন তা গ্রহণ করো এবং তিনি যা থেকে নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাকো"।–*সূরা হাশর : ৭*

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ

"হে ঈমানদারগণ! রাসুল যখন তোমাদেরকে এমন কিছুর দিকে আহ্বান করবে, যা তোমাদেরকে প্রাণবন্ত করবে, তখন আল্লাহ ও রাসুলের আহ্বানে সাড়া দেবে"।–*সূরা আনফাল : ২৪*

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا

"আল্লাহ ও তাঁর রাসুল কোন বিষয়ে নির্দেশ দিলে কোন ঈমানদার পুরুষ কিংবা নারীর ভিন্নমত পোষণের অধিকার থাকবে না। আর কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসুলকে অমান্য করলে সে তো স্পষ্টতই পথভ্রষ্ট হবে।"–*সূরা আহযাব : ৩৬*

এ সকল আয়াতে কালামুল্লাহর মত কালামে রাসুলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও শরীয়তের পূর্ণাঙ্গ দলীল বলে প্রতিভাত হয়েছে। তাছাড়া রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা বলেছেন, করেছেন বা সম্মতি দিয়েছেন, তার সবই ছিল ওহীর আলোকে-আল্লাহর নির্দেশে।

আল্লাহর বাণী : وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحٰى

"তিনি (রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিজে খেয়াল খুশিতে কিছু বলেন না, তিনি যাই বলেন, তা সবই ওহীর মাধ্যমে বলেন।–*নাজম : ৪-৫*

সুতরাং এর দ্বারা বুঝা গেল পবিত্র কুরআনের মত হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও ওহীর ভাষ্য। পার্থক্য হলো পবিত্র কুরআনের মূলটা পঠিত হয়, আর হাদীসের পঠিত হয় তার ভাষ্য।

ওহীর সংজ্ঞা : আল্লামা ইবনে হাজার আসক্বালানী (র.) বলেন,

اَلْوَحْيُ لُغَةً اَلْاِعْلَامُ فِيْ خَفَاءٍ

"ওহীর আভিধানিক অর্থ হলো, গোপনে কোন সংবাদ পৌছানো। *(ফতহুল বারী)*

ইমাম রাগেব (র) তাঁর মুফরাদাতুল কুরআনে বলেছেন, وَاَصْلُ الْوَحْيِ الْاِشَارَةُ السَّرِيْعَةُ

'ওহী হলো দ্রুত ইশারা করা।' ইশারা বলা হয়, দীর্ঘ কথাকে সংক্ষেপে ব্যক্ত করা।

শরীয়তের পরিভাষায়- وَفِيْ اِصْطِلَاحِ الشَّرِيْعَةِ هُوَ كَلَامُ اللهِ الْمُنَزَّلُ عَلٰى نَبِيٍّ مِنْ اَنْبِيَائِهِ

"ওহী মহান আল্লাহর সেই কালাম বা সংবাদকে বলে, যা আল্লাহর পক্ষ থেকে কোন নবীর ওপর নাযিল হয়।"
(উমদাতুল কারী)

আল্লামা ক্বাসতালানী (র) বলেন, وَفِيْ اِصْطِلَاحِ الشَّرْعِ اِعْلَامُ اللهِ تَعَالٰى اَنْبِيَاءَهُ الشَّيْءَ اِمَّا بِكِتَابٍ اَوْ بِرِسَالَةِ مَلَكٍ اَوْ مَنَامٍ اَوْ اِلْهَامٍ

"ওহী বলা হয় মহান আল্লাহ তাঁর কোন নবীকে কোন হুকুম বা সংবাদ পৌছানো, চাই তা কিতাবের মাধ্যমে হোক বা ফিরিশতা প্রেরণের মাধ্যমে হোক অথবা স্বপ্ন বা ইলহামের মাধ্যমে হোক"। *(ক্বসতালানী)*

ওহীর প্রকার : ওহী নাযিলের পদ্ধতিগত দিক থেকে, ওহীর এক ধরনের শ্রেণীবিভাগ আছে । আমাদের আলোচ্য বিষয় সেটা নয়। আমাদের আলোচ্য বিষয় হলো, ওহীর বিষয়গত শ্রেণী বিভাগ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রতি যে ওহী নাযিল হয়েছে, তা দু'ধরনের।

(ক) এক ধরনের ওহীকে বলা হয় 'ওহীয়ে মাতলূ'। ওহীয়ে মাতলূ হলো, ওহী যে শব্দে বা বাক্যে নাযিল হয়েছে, তার হুবহু পঠন। পবিত্র কুরআনের ভাষ্য হলো, 'ওহীয়ে মাতলূ এবং কুরআনের ভাষ্য তার নাযিলকৃত হুবহু রূপেই পাঠ করা হয়। নামাযে ওহীয়ে মাতলূই কেবল পাঠ করা যায়।

(খ) দ্বিতীয় ধরনের ওহীকে বলা হয় 'ওহীয়ে গায়রে মাতলূ'। ওহী যে শব্দে বা বাক্যে নাযিল হয়েছে, তার হুবহু পঠন নয়, বরং তার ভাষ্য পঠন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সর্বপ্রকার হাদীস 'ওহীয়ে গায়রে মাতলূ।' এই ধরনের ওহী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রতি যে শব্দে বা বাক্যে নাযিল হয়েছে তিনি সে সকল শব্দ ও বাক্যের মূলভাব ও ভাষ্য নিজ ভাষায় প্রকাশ করেছেন–তাঁর কথার মাধ্যমে, কাজের মাধ্যমে এবং সম্মতির মাধ্যমে।

হাদীসের সংজ্ঞা :

اَلْحَدِيْثُ وَقِيْلَ اَلْكَلَامُ قَلِيْلًا اَوْ كَثِيْرًا

আভিধানিক অর্থ- নতুন বা কথা, তা কম হোক বা বেশি হোক।

শরীয়তের পরিভাষায়-مَا اُضِيْفَ اِلَى النَّبِيِّ مِنْ قَوْلٍ اَوْ فِعْلٍ اَوْ تَقْرِيْرٍ اَوْ صِفَةٍ حَتَّى الْحَرَكَاتِ وَالسَّكَنَاتِ فِي الْيَقْظَةِ وَالنَّوْمِ (اَلدُّرَرُ السَّنِيَّةُ)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রতি সম্পৃক্ত বিষয়াদি, চাই তা কথা হোক বা তাঁর কাজ, তাঁর সম্মতি হোক বা তাঁর গুণাগুণ-অভ্যাস ও বৈশিষ্ট্য হোক, এমনকি নিদ্রায় বা জাগরণে তাঁর নড়া চড়া ও স্থিরতাও হাদীস। *(তাওজীহুন নযর, আদদুরারুস সামীনাহ)*

সুন্নতের সংজ্ঞা : অভিধানে اَلطَّرِيْقَةُ مَحْمُوْدَةً كَانَتْ اَوْ مَذْمُوْمَةً রীতি-নীতি ও পদ্ধতি, চাই তা প্রশংসিত হোক বা ঘৃণিত হোক।

শরীয়তের পরিভাষায়-

مَا اُثِرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ قَوْلٍ اَوْ فِعْلٍ اَوْ تَقْرِيْرٍ اَوْ صِفَةٍ خِلْقِيَّةٍ اَوْ خُلُقِيَّةٍ وَهِيَ مُرَادِفَةٌ لِلْحَدِيْثِ فِيْ اِصْطِلَاحِ الْمُحَدِّثِيْنَ وَفِيْ اِصْطِلَاحِ الْفُقَهَاءِ هُوَ مَا ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ مِنْ غَيْرِ اِفْتِرَاضٍ وَلَا وُجُوْبٍ وَعِنْدَ الْاُصُوْلِيِّيْنَ اَلْحَدِيْثُ وَالسُّنَّةُ هُمَا اَقْوَالُ رَسُوْلِ اللهِ وَاَفْعَالُهُ